প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১২

প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রযুক্তি

দেশে বর্তমান নীতিমালায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীদের সমঅধিকার ও সুযোগের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তি খাতে এ সমঅধিকার ও সুযোগ কীভাবে বাস্তবায়ন হবে, তার কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার বিকল্প নেই। প্রতিবন্ধীদের ব্যবহার উপযোগী প্রযুক্তিগুলো আমদানির প্রক্রিয়া আরও সহজ করা গেলে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় প্রতিবন্ধীরা আরও আগ্রহী হবে। গতকাল বুধবার ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ) মিলনায়তনে প্রতিবন্ধীদের দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি পণ্যের প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

'প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি ও তাদের অভিগম্যতা' প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সচিব নজরুল ইসলাম খান জানান, এ ধরনের প্রদর্শনী প্রতিবন্ধীদের মাঝে তথ্যপ্রযুক্তি বিস্তারের বড় সুযোগ। ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় দুই হাজার ৪০০টি সরকারি কার্যালয়ে পোর্টাল ও ২০০ ই-সার্ভিস বাস্তবায়িত হবে।

সেবাগুলো আন্তর্জাতিক মানের হওয়ায় প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির (বিসিএস) পরিচালক মোস্তাফা জব্বার, ডিআইইউর উপাচার্য এম লুৎফুর রহমান, সেন্টার ফর ডিজঅ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্টের (সিসিডি) নির্বাহী পরিচালক এ এইচ এম নোমান খান, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহিন আনাম। অনুষ্ঠানে ভারতের কারিশমা এন্টারপ্রাইজেসের প্রধান নির্বাহী রাম আগারওয়াল প্রতিবন্ধীদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

প্রদর্শনীতে শ্রবণ, বাক, দৃষ্টি, ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন, অটিজম, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের বিশ্বে প্রচলিত প্রায় ১৫টি প্রযুক্তির ব্যবহারপ্রক্রিয়া হাতে-কলমে ও ভিডিওচিত্রের মাধ্যমে শেখানো হচ্ছে। এ আয়োজনের আয়োজক সিসিডি ও ডিআইইউ, সহযোগী কারিশমা এন্টারপ্রাইজেস ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। সবার জন্য উন্মুক্ত প্রদর্শনীটি আজ বিকেল পর্যন্ত চলবে।

—জিয়াউর রহমান চৌধুরী